# প্রতিষ্ঠাতা পরিচালকের বাণী

শিক্ষা হলো নিবেদিত প্রাণ যা শিক্ষক, অনুপ্রাণিত ছাত্র এবং উচ্চ প্রত্যাশা সহ উৎসাহী অভিভাবকদের মধ্যে একটি ভাগ করা অঙ্গীকার।
গন্তব্যে নয় যাত্রায় মনোযোগ দিন। আনন্দ যা একটি কাজ শেষ করার মধ্যে পাওয়া যায় না বরং এটি করার মধ্যে পাওয়া যায়। শেখা হল একটি পরিবর্তনশীল বিশ্বে ক্রমাগত আপডেট করার প্রক্রিয়া। বর্তমানে একটি প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা শুধু মাত্র একাডেমিক উৎকর্ষ সাধনই নয় বরং এই প্রতিষ্ঠানের ছাত্রদেরকে আজীবন শিক্ষার্থী হতে অনুপ্রাণিত করা ও ক্ষমতায়ন করা। শিক্ষা মানুষের মনকে আলোকিত করে, চেতনাশক্তিকে শাণিত করে এবং ন্যায়-অন্যায় বোধকে জাগ্রত করে। পরিবর্তনশীল বিশ্বের সাথে তাল মিলেয়ে প্রণীত যুগোপযোগী শিক্ষাব্যবস্থা শিক্ষার্থীদের সৃষ্টিশীলতার যথাযথ বিকাশ ঘটায়। দেশের অর্থসামাজিক উনড়বয়নকে সামনে রেখেই ঐতিহ্যবাহী এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি দেশ প্রেমিক , দক্ষ, মানবিক মূল্যবোধ সম্পনড়ব, আধুনিক ও বিজ্ঞানমনস্ক মানবসম্পদ সৃষ্টিতে কার্যকর ভূমিকা রেখে চলেছে।

শোষণমুক্ত, বৈষম্যহীন, ধর্মনিরপেক্ষ,গণতান্তিক ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার দর্শন হোক এ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের পাথেয়। আমি আত্মবিশ্বাসী যে "TARSHIM (ترشيم) EDUCATION CENTER" **এর** শিক্ষার্থীরা একটি গতিশীল শিখন পদ্ধতির সাথে তাদের শিক্ষা খুজেঁ পাবে। আমি আরও বিশ্বাস করি যে, আমাদের শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও অভিভাবকের সাথে সম্পর্ক "TARSHIM (ترشيم)EDUCATION CENTER" কে সেরা প্রতিষ্ঠানে পরিণত করবে। প্রয়োগরাজ শহরের শিক্ষা ক্ষেত্রে "TARSHIM (ترشيم)EDUCATION CENTER" এর গভীর শিকড় রয়েছে এবং আমি এই প্রতিষ্ঠানটি গড়তে পেরে গর্বিত ও সৌভাগ্য বোধ করছি।

"সর্বদা উচ্চ লক্ষ্য রাখুন" এই নীতির দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে আমাদের শিক্ষার্থীরা বৃহত্তর উচ্চতায় পৌছেছে এবং আমাদের পতিষ্ঠানের নাম আলোকিত করেছে। শিক্ষার্থীরা এখানে একটি বড় আশা নিয়ে আসে এবং তাদের স্বপ্ন পূরণ করে। আমাদের প্রতিষ্ঠান সর্বদা শিক্ষার্থীদের মধ্যে একাডেমিক শ্রেষ্ঠত্ব, কর্তব্যবোধ, শৃঙ্খলা এবং সর্বোপরি নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ প্রদানের চেষ্টা করে যা সবসময় প্রয়োজন। কোনো পিতামাতাই চাননা যে তাদের সন্তান সমাজে নেতিবাচক চরিত্রে পরিণত হক। তাই অভিভাবকদের সহযোগিতায় আমরা আমাদের শিক্ষার্থীদের গঠন করতে পারি এবং শেষ্ঠত্ব অর্জনে সহায়তা করতে পারি।

বর্তমান যুগে শিক্ষার্থীদের জন্য অনেক (Exposure) প্রদর্শন রয়েছে। উত্তম-আধুনিক সংস্কৃতি আমাদের জীবনধারা এবং চিন্তাধারায় ব্যাপক পরিবর্তন এনেছে এবং এটি তরুণ প্রজন্মকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে আমাদের সন্তান লালন-পালনের ক্ষেত্রেও পরিবর্তন আনতে হবে। যখন আমরা বাচ্চাদের চাহিদা, বিশেষ করে মানসিক চাহিদা বুঝতে পারি এবং তার উপর কাজ করতে পারি , তখন আমরা তাদের মানসিকভাবে শক্তিশালী এবং দৃঢ় করতে পারি। ভালোবাসা ও বোঝাপড়ার মাধ্যমে বাবা- মা এবং শিক্ষকরা মিলে শিশুদের গঠন করতে পারেন। এর সাথে অভিভাবক ও শিক্ষকদের একটি বড় দায়িত্বের পাশাপাশি আমি শিক্ষার্থীদের অভিভাবকদের প্রতি তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করতে চাই। এই বর্তমান সময়ে শিক্ষার্থীরা তাদের বয়সের সাথে সাথে দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকায় তাদের আচরণ ও কর্মে দায়িত্বশীল আচারণ শেখানো উচিত। শিক্ষার্থীরা যখন নিজেদের এবং পারিপাশ্বিক সম্পর্কে সচেতন হবে, তখন তারা দায়িত্বশীল ভাবে কাজ করবে। আর তাই আমাদের সন্তানের মধ্যে সচেনতা আনাও আমাদের দায়িত্ব।

আমি এই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের একটি সুন্দর ভবিষ্যত আশা করি পাশাপাশি অভিভাবদের সাথে, অভিভাবকদের সহযোগিতায় আমরা আমাদের শিক্ষার্থীদের একটি দুর্দান্ত নতুন উচ্চতায় নিয়ে যেতে পারি। আমি আমাদের কর্মী ও শিক্ষার্থীদের জন্য এই কামনা করি। আসুন আমরা নিজেকে বিশ্বের সার্থক শিক্ষার্থী হিসেবে গড়ে তুলি।

**আবু তারেক আহম্মেদ**
প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক
**TARSHIM EDUCATION CENTER**